সংবাদ

27 JAN 2009

পৃষ্ঠা ৭ কলাম

ফিচার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হলে সান্ধ্য আইন পরিবর্তন আবশ্যক

বর্ণা তারানা

সূর্য ডুবে গেছে। মাগরিবের আজান দেবে এখনই। খুব দ্রুত লাইব্রেরি থেকে বের হচ্ছেন সাদিয়া আফরিন (২৮)। সেই সকাল আটটায় লাইব্রেরিতে এসেছেন তিনি। দুপুরে খেতেও বের হননি। তারপরও প্রয়োজনীয় কাজটুকু শেষ করতে পারলেন না। আর এক-দেড় ঘণ্টা থাকতে পারলে কাজগুলো শেষ হতো। আগামীকাল শুক্রবার লাইব্রেরি বন্ধ থাকবে আর শনিবার সকালেই টিউটোরিয়াল। পরীক্ষাটাই খারাপ হবে- ভাবতে ভাবতে মন খারাপ করে হলে ফিরলেন সাদিয়া।

সন্ধ্যা ছয়টায় হল গেট বন্ধ হয়ে যাবে বলে দ্রুত হাঁপাতে হাঁপাতে হলে প্রবেশ করলেন সানজিদা সুলতানা (২৩)। এত চেষ্টা করেও নাম লেখাটা এড়ানো গেল না। কর্তব্যরত হাউজ টিউটরকে যথাযথ কৈফিয়ত দিয়ে এবং দেরিতে আগমনের খাতায় নাম পরিচয় লিখে তারপর ক্লান্ত সানজিদা রুমের দিকে পা বাড়ালেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৩য় বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের ছাত্রী। পড়ালেখার ফাঁকে শহরের একটি কোচিং সেন্টারে ক্লাস নেন। দুটি ক্লাস নিতে সন্ধ্যা হয়ে যায় ওখানেই। হলে ফিরতে আরও আধা ঘণ্টা। ম্যাডামকে কৈফিয়ত দিয়ে নাম লিখে হলে প্রবেশ করতে হয়।

আরেকজন, কামরুন্নাহার নিলু (২৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যনির্বাহী সদস্য। পথনাটক কিংবা মঞ্চনাটক উঠানোর সময় বেশ কিছুদিন সবাই একসঙ্গে রিহার্সেল করতে হয়। তাই বিকেল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে কোন কোন দিন রাত আটটা-নয়টা এমনকি দশটা পর্যন্ত গ্রুপে থাকতে হয়। কিন্তু হল গেটতো বন্ধ হয় সূর্য ডুবার সঙ্গে সঙ্গেই।

তেমনি, আইন ও বিচার বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ইয়াসমিন (২১) পাঠচক্রের নির্ধারিত আলোচনা শেষ না করেই উঠে যেতে বাধ্য হচ্ছে। একটু পড়ে গেলেই ম্যাডামের রক্তচক্ষু আর খাতায় নাম লেখা। তাই বন্ধুরা আলোচনা চালিয়ে গেলেও ইয়াসমিনকে ফিরতে হয়।

এই ঘটনাগুলো আপাত দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও বিচ্ছিন্ন নয়-এক সুতোয় গাঁথা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ছাত্রী যান না। একটু পর পর বাঁশি বাজিয়ে কিংবা গেটে বাড়ি মেরে শব্দ করে তালা বুঝিয়ে দেন- মেয়েরা তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ, তাড়াতাড়ি প্রবেশ কর। দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিতে এসে এই পরিস্থিতি মোটেও সম্মানজনক নয়। এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সময়সূচি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি খোলা থাকে সকাল সোয়া আটটা থেকে রাত পৌনে আটটা পর্যন্ত। যেহেতু ছাত্রীদের সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে হলে প্রবেশ করতে হয় সেহেতু তারা শেষ সময় পর্যন্ত গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন না। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় যে সূর্য ডোবার পর গ্রন্থাগার খোলা রাখা হয় কি শুধু ছাত্রদের জন্য? সহশিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানে এটা একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একাডেমিক পড়ালেখার আরও অনেক ক্ষেত্রেই এই সূর্যাস্তে আইন মেয়েদের অনেক পিছিয়ে রেখেছে। গবেষণার কাজ, প্রজেক্ট পেপার তৈরি, মনোগ্রাফের কাজ, ইন্টার্নশিপের রিপোর্ট তৈরি, থিসিস- এই কাজগুলো করতে মেয়েদের অনেক সমস্যায় পড়তে হয় হল গেট তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে। আর বিভিন্ন গবেষণায় শিক্ষকদের সহকারী হিসেবে কাজ করাটা তো ছেলেদের দখলেই রয়ে গেছে। নির্দিষ্ট কাজ শেষ না করেই গেট বন্ধ হওয়ার আগে হলে পৌঁছাতে হয় মেয়েদের। অথচ পাশের ছেলে বন্ধুটি আরও কিছু সময় কাজ করে নিজের কাজটি ঠিকই শেষ করে নিয়ে হলে ফেরে।

বর্তমানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে চালু হয়েছে সান্ধ্যকালীন এমবিএ প্রোগ্রাম। এখানে ক্লাস চলে সন্ধ্যা থেকে রাত সোয়া নয়টা পর্যন্ত। এ বিষয়ে জানা যায় – শিক্ষার্থী যে বিষয়ে ভর্তি হবেন সেই বিভাগের সভাপতির স্বাক্ষর সংবলিত দরখাস্ত হলে জমা দিতে হবে এবং হল প্রশাসন সেটা যাচাই করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হলে প্রবেশের অনুমতি দেবেন। কিন্তু সূর্যাস্ত আইনের কারণে সন্ধ্যাতেই ছাত্রী হল এলাকা ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় একা রাত নয়টায় হলে ফেরা নিরাপত্তা প্রশাসন দেবে না। হলের এই সান্ধ্য আইনের কারণে ইচ্ছা থাকলেও এই অনুষদের কোন বিভাগেই ভর্তি পরীক্ষা দেননি ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী রুপা রাণী সরকারসহ (২৪) আরও অনেকেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ হলো শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের ভালোর জন্য অনেক সময় আমাদের অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এক্ষেত্রে আবাসিক হলের ছাত্রীদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে।

কিন্তু সন্ধ্যায় হলে প্রবেশের পর কি ছাত্রীরা আসলেই নিরাপদ? হলে জোর করে প্রবেশ করিয়ে দিলেই মনে হয় যেন তাদের সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। হলগুলোতে মেয়েদের জন্য পাহারা এত বেশি দেয়া হয় যে সেখানে একের পর এক চোর প্রবেশের ঘটনা ঘটেই চলেছে- জানান চারুকলা বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী সোহেলী আনার কবির।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ছাত্রী সূত্রে জানা যায়, এই নিরাপদ হলগুলোতে প্রবেশের পর যদি কোন মেয়ে রাতে অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার সঙ্গে হাসপাতালে যায় ২/১ জন বান্ধবী বা রুমমেট আর হল থেকে পাঠানো হয় একজন আয়াকে যিনি মেয়েটিকে হাসপাতালে জরুরি বিভাগে রেখে ওই এম্বুলেন্সেই ফিরে আসেন হলে। অসুস্থ ছাত্রীটিকে ভর্তি করিয়ে দেয়ার সময়টুকুও থাকে না তার। তখন সেই রাত দুপুরে ডেকে নিতে হয় ছেলে বন্ধুদের। ওষুধ, খাবার, পানি এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর ব্যবস্থা করতে তাদেরই দরকার হয়। তাহলে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মেয়েদের এ কোন নিরাপত্তা দেয়া হয় যেখানে নি/পদের এমন প্রতিটি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিধানকারী অভিভাবকরা নয় বরং ছেলে বন্ধুরাই অসুস্থ বন্ধুটির পাশে এসে দাঁড়ায়।

এছাড়াও যেসব ছাত্রী পারিবারিক আর্থিক অসঙ্গতির কারণে বন্ধ হতে যাওয়া পড়ালেখা চালিয়ে নেয় দু'একটি টিউশনি বা কোচিং সেন্টারে ক্লাস নিয়ে, তাদের কাছে সান্ধ্য আইন আরেকটি বিভীষিকা; আর ছেলেরা পার্ট-টাইম চাকরি করতে পারলেও মেয়েরা তা পারে না সান্ধ্য আইনেরই কারণে।

হল গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কোন ছাত্রীর নিকট আত্মীয়-স্বজন বা মা-বাবা গুরুতর অসুস্থ হলে কিংবা মারা গেলে হল থেকে বের হওয়ার অনুমতি পাওয়া সহজ কথা নয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রী হলের প্রাধ্যক্ষা জানান, এমন পরিস্থিতিতে যথাযথ